44

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 14 OCT 1994 ...
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ২...

অভাবী এলাকার শিশু

# প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি খাতায় বেশি ॥ বাস্তবে কম

সমুদ্র হক, *বগুড়া অফিস থেকে*

দেশে প্রাথমিক স্কুলে ভর্তির হার কাগজে-কলমে আশাব্যঞ্জক হলেও একদিকে ঝরে পড়ার (ড্রপ আউট) হার বেশি অন্যদিকে ৬ থেকে ১০ বছর বয়সী শতকরা ৪২ ভাগ শিশুকে এখনও প্রাথমিক স্কুলের আওতায় আনা যায়নি। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার আইনে ৬ বছরের বেশি বয়সী শিশুদের স্কুলে ভর্তি করানো না হলে অর্থদণ্ডের বিধান আছে। এ বিধানটি কার্যকর করা হয়েছে এমন দৃষ্টান্তও মেলে না। প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি না হওয়া শিশুদের মধ্যে মেয়ে শিশুর সংখ্যাই বেশি। মেয়ে শিশুদের স্কুলে আনার ব্যাপারে জনপ্রতিনিধি, পেরেন্ট টিচার্স এসোসিয়েশন (পিটিএ), স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি (এসএমসি) ও শিক্ষা কর্মকর্তাদের তৎপরতাও আশানুরূপ নয়।

দেশে ৬ থেকে ১০ বছর বয়সী শিশুর সংখ্যা ১ কোটি ৫১ লাখ। এর মধ্যে ৫৮ ভাগ অর্থাৎ ৮৮ লাখ শিশু স্কুলে ভর্তি হয় বটে কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা শেষের অনেক আগেই ৩৫ ভাগ অর্থাৎ ৫৭ লাখ শিশু স্কুল ছেড়ে দেয়। ওদিকে ৪২ ভাগ অর্থাৎ ৬৩ লাখ শিশু প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি হয় না।

এ ভূখণ্ডে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয় ১৮৪ বছর আগে ১৮১০ সালে। এই শিক্ষা মৌলিক অধিকার পেতে সময় নেয় ১৫৯ বছর। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর '৭২ সালে সংবিধানের ১৫ ও ১৭ অনুচ্ছেদে শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি পায়। '৭৩ সালে প্রাইমারি স্কুল সরকারী স্কুলে পরিণত হয়। ৯০ সালে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক আইন জারীর পর '৯৩ সালে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়। এর পর শুরু হয় শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী। তারপরও ৪২ ভাগ শিশু রয়ে যায় প্রাইমারি শিক্ষার বাইরে। যারা ভর্তি হয় তাদেরও তিন ভাগের এক ভাগ ঝরে পড়ে।

এক হিসাবে দেখা যায়, দেশে সরকারী প্রাইমারি স্কুল রয়েছে ৩৭ হাজার ৭১০টি। এ ছাড়াও রেজিস্ট্রিকৃত স্কুল ১৩ হাজার ৩শ' ৪১টি, রেজিস্ট্রিবিহীন স্কুল ৬ হাজার ১শ' ৮৬টি, জুনিয়র স্কুল ২৫শ'টি, কিন্ডারগার্টেন স্কুল ৬ হাজার ৮৬টি ও প্রায় আড়াই হাজার এবতেদায়ী মাদ্রাসায় প্রাথমিক শিক্ষা কাজ চলছে। এর পরও ১শ' ৬টি এনজিওসহ অন্যান্য সংগঠন, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ শিশু ও বয়স্কদের শিক্ষাদান কর্মসূচী গ্রহণ করে শিক্ষা বিস্তারের কাজ চালাচ্ছে। এত কিছু ব্যবস্থা নেয়ার পরও সরকারী প্রাথমিক স্কুলে কেন ছাত্র ঝরে পড়ছে কেনই বা ৪২ ভাগ শিশুকে স্কুলে আনা যায়নি এ বিষয়গুলোকে চিহ্নিত করে কার্যকরী ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে অল্পই।

এক অনুসন্ধানে দেখা যায়, গ্রামের বেশিরভাগ স্কুলে পিটিএ ও এসএমসি কাজ করে কম। অভাবী এলাকায় কৃষকরা শিশুকে স্কুলে পাঠানোর পরিবর্তে শ্রম দেয়াতে আগ্রহী হয় বেশি। স্কুলের দূরত্বের কারণে অনেকে স্কুলে যায় না। যার এক ছেলে এক মেয়ে সে মেয়ে শিশুকে স্কুলে পাঠায় না। স্কুলে মেয়ে শিশুর টয়লেটের ব্যবস্থা না থাকা। এ কারণগুলো বিশ্লেষণ করে এলাকার মেম্বর-চেয়ারম্যান উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয় কমই। ঝরে পড়া ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুলে ফিরে আনার ব্যাপারে সামাজিক উদ্যোগ নেই। অন্যদিকে সরকারী স্কুলের পাশাপাশি বেসরকারী সংগঠন ব্র্যাক-এর স্কুলগুলোতে নির্ধারিত ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাদান পদ্ধতি সাড়া জাগালেও এবং এসব স্কুলে ঝরে পড়ার হার প্রায় নেই এমন অবস্থা হলেও ব্র্যাক স্কুলের সংখ্যা এখনও কম। সরকারীভাবে ফিডার স্কুল স্থাপনের পরিকল্পনা এখনও বাস্তবায়ন হয়নি। ওদিকে আবার শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীও সব স্কুলে চালু হয়নি। যেসব স্কুলে চালু হয়েছে সেসব স্থানেও সুষ্ঠু বিতরণ ব্যবস্থা গড়ে না ওঠায় কার্যক্রমে ব্যাঘাত ঘটছে, সব মিলিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম এখন হতাশাব্যঞ্জক।